সংবাদ

পৃষ্ঠা ... ২২ APR 2013 ...

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষক ও দুই কর্মকর্তাকে সাসপেন্ড করার ঘটনা কেন্দ্র করে গত শনিবার শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও, বিক্ষোভ, হামলা ও সীমানা প্রাচীর ভাঙচুর করে ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, লাঠিচার্জ, গুলি ও টিয়ারশেল নিক্ষেপের ঘটনায় পাঁচ শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ ৭০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ছয়জন সহকারী প্রক্টর পদত্যাগ করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য আবদুল জলিল মিয়াকে নতুন উপাচার্য নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারসংক্ষেপ দিয়েছে মন্ত্রণালয়। নতুন উপাচার্য হিসেবে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের নামও প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ক্যাম্পাসে কে বা কারা তিনটি ককটেল ফাটায়। এর পরই পুলিশ মারমুখী হয়ে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের লাঠিপেটা করে। শিক্ষার্থীরাও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়ে। দুপুর ১টার দিকে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করলে এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দুর্নীতি ও অনিয়মের খবর এর আগেও প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু উপাচার্য আবদুল জলিলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, নিয়োগ বাণিজ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুর্নীতিসহ অনেক অভিযোগ ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়বিষয়ক সংসদীয় কমিটির তদন্তে উপাচার্য আবদুল জলিলের দুর্নীতি প্রমাণিত হয়েছে বলে উল্লেখ করে তার অপসারণের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

উপাচার্য আবদুল জলিল মিয়ার মেয়াদ শেষ হবে আগামী ৭ মে। দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত এবং সংসদীয় কমিটি কর্তৃক অপসারণের সুপারিশের পরও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে রক্ষা করার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে রণক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। প্রতিবাদকারী ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, সরকারিদলের মদতপুষ্ট ছাত্র-সংগঠনের একাংশের মদতেই উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রশাসন প্রকারান্তরে এই সন্ত্রাসকে মদত দিয়ে যাচ্ছে। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য ৭ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন যুক্তি নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্লাস শুরু করার ব্যবস্থা করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক।